পাল্টাতে হবে জিডিপি পদ্ধতি

জিডিপি মূল্যায়ন পদ্ধতির মূল্যায়ন

“ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো যেভাবে হিসাব করছে তাতে পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। সার্কভুক্ত দেশগুলো জিডিপির অন্তত একটি একক পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারে

ড. বিনায়ক সেন
মহাপরিচালক, বিআইডিএস

আন্দবাজার প্রতিবেদক

বিশ্বের একেক দেশ একেক ধরনের মূল্যায়নে মোট দেশজ উৎপাদন-জিডিপি ধরে থাকে। এতে করে এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের মিল থাকে না। সেক্ষেত্রে জিডিপির মূল্যায়নে অন্য দেশের সাথে তুলনা করাটা সঠিক চিত্র নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান যেভাবে গণনা করে ভারত সেভাবে করে না। আবার বাংলাদেশ যে পদ্ধতি ব্যবহার করে তা পাকিস্তান, ভারত ও শ্রীলঙ্কাও তা করে না বলে মন্তব্য করেছেন মন্ট্রিয়াল কনকর্ডিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমিরেটাস অধ্যাপক ড. সৈয়দ মাঈনুল আহসান।

জিডিপি মূল্যায়নের ক্ষেত্রে অন্তত সার্কভুক্ত দেশগুলো একটি পদ্ধতিতে চলতে পারে বলে মতপ্রকাশ করেছেন বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজের-বিআইডিএস মহাপরিচালক ড. বিনায়ক সেন।

গত বুধবার দুপুরে প্রতিষ্ঠানটির আগারগাঁওস্থ নিজস্ব কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত ‘হোয়েন এম আই রিচার ইউ? ম্যাথোডলজিকেল পার্সপেক্টিভ অন দ্যা বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া পার কেপিটা ইনকাম কোম্পারিশন’ শীর্ষক সেমিনারে এসব কথা বলেন তারা।

সেমিনারে সভাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন ড. বিনায়ক সেন। তাতে মূলপ্রবন্ধ পাঠ করেন অধ্যাপক ড. সৈয়দ মাঈনুল আহসান। প্রবন্ধে বলা হয়, ১৯৭০-৮৭ সাল পর্যন্ত ভারতের চেয়ে বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদন-জিডিপি বেশি ছিল। ধীরে ধীরে সেটি কমতে শুরু করে। এখন দেশে যে নীতিতে জিডিপি হিসেব করা হয় তা সঠিক নয়। কেননা বিশ্বের একেক দেশে একেক ধরনের হিসেবকে সামনে আনা হয়।

পারচেজিং পাওয়ার প্যারিটি (পিপিপি) বা ক্রয়ক্ষমতাভিত্তিক জিডিপি হিসাব করা হয় নমিনাল জিডিপিকে পিপিপি বিনিময় মূল্য দিয়ে ভাগ করে। এই বিনিময় মূল্য যুক্তরাষ্ট্রে মার্কিন ডলারের ক্রয়ক্ষমতার বিপরীতে কোনো একটি দেশের জাতীয় মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতার প্রকৃত পরিস্থিতি প্রকাশ করে। কেননা প্রত্যেকের ক্রয়-ক্ষমতানুযায়ী হিসেব করা হলে তা সঠিক হবে। কারণ আমরা যেভাবে হিসেব করলাম তা ভারত বা যুক্তরাষ্ট্র করলো না। সেখানে তাদের সঙ্গে কীভাবে আমরা তুলনা করবো?

ড. মাঈনুল বলেন, টাকার মূল্যায়ন হওয়া দরকার আমদানি-রপ্তানির ওপর সমন্বয় করে। এর বিপরীত হলে মূল্যস্ফিতি হবে। অন্যদেশের সঙ্গে পেরে উঠা যাবে না। ড. বিনায়ক সেন বলেন, দারিদ্রদূরীকরণে পার ক্যাপিটাল রেঙ্কিং ও পার হাউজ নিয়ে ভাগ করছে কিনা এটি দেখা দরকার। তা ছাড়া বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো যেভাবে হিসেব করছে তাতে পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। তিনি সার্কের আওতায় জিডিপি নিয়ে কথা বলা দরকার বলে মন্তব্য করেন। বলেন, সার্কভুক্ত দেশগুলো অন্তত একটি একক একটি পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারে।

ড. মাঈনুল আহসান বলেন, আমরা যে পদ্ধতি ব্যবহার করছি তাতে মূল্যস্ফিতি ও বাজার দর বাড়ছে। আমাদের কারেন্ট একাস্পিতে ঘাটতি আছে। পণ্য বেশি উৎপাদর হচ্ছে, টাকার

দেখুন ২ এর পাতা

পাল্টাতে হবে জিডিপি

দাম কমছে। এতে সঠিক চিত্র পাওয়া যায় না। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)এর তথ্যমতে, ২০২০-২১ অর্থবছরে চূড়ান্ত হিসাবে জিডিপি প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৬ দশমিক ৯৪ শতাংশ। সাময়িক হিসাবে এই হার ছিল ৫ দশমিক ৪৩ শতাংশ। সে হিসেবে জিডিপির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪১৬ বিলিয়ন ডলার এবং মাথাপিছু আয় ২ হাজার ৫৯১ ডলার। জিডিপির দিক দিয়ে ২০২০ সালে প্রথম বারের মতো ভারতকে পেছনে ফেলে বাংলাদেশ। গত ১৫ বছর ধরে বার্ষিক ৬ শতাংশ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির কারণে এই সাফল্য অর্জিত হয়েছে। বার্ষিক ৩৫৫ বিলিয়ন ডলার উৎপাদন নিয়ে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ। একটি দেশের জিডিপি নির্ভর করে সেই দেশের ভূমি, প্রাকৃতিক সম্পদ, শ্রম, মূলধন ও প্রযুক্তি ইত্যাদি সম্পদের পরিমাণ এবং উৎপাদনশীলতার ওপর। ড. মাঈনুল আহসান বলেন, উৎপাদনের তথ্য প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। বাজারমূল্য পরিবর্তনশীল। এখানে বাজারমূল্য ও ডলারের ভিত্তিতে জিডিপি নিরুপণ করা হয় যা সঠিক চিত্র আসে না। ১০ বছরের হিসেবে জাপান যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে এগিয়ে। আবার ১৫ বছরের হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র এগিয়ে। অতএব বাংলাদেশ ভারতের ক্ষেত্রে কারেন্ট ডলারে করলে চলবে না।